দুই নেত্রী পরস্পর মুখ দেখেন না আলোচনা হবে কিভাবে

সরকারের তীব্র সমালোচনায় স্পীকার

আবার ক্ষমতায় আসার গ্যারান্টি নেই

প্রধানমন্ত্রীকে সঠিক পরামর্শ দেয়া হচ্ছে না

জলবায়ু ফান্ডের টাকায় পার্ক হচ্ছে

এমপিদের সত্য বলার অভ্যাস করতে হবে

সংসদ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদের স্পিকার আব্দুল হামিদ অ্যাডভোকেট সরকারকে সতর্ক করে বলেছেন, প্রায় তিন বছর পার হয়ে গেছে। সময় আর বেশি নেই। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো না যে, আবার আমরা ক্ষমতায় আসবো। প্রধানমন্ত্রীর পাশের লোকজন তাকে সঠিক পরামর্শ দেন না বলে দাবি করেন স্পিকার।

গতকাল রোববার দুপুরে এমপি হোস্টেলের আইপিডি সম্মেলন কক্ষে অল পার্টি পার্লামেন্টারিয়ান গ্রুপের উদ্যোগে সংসদ সদস্যদের ‘লীডারশিপ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি, অবহেলিত হাওড়-জনপদ ও আইন প্রণেতাদের ভূমিকা’- শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। স্পিকার বলেন, অনেকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। এখন মনে যা আসে নিঃসংকোচে বলবো। এতে যা হয় হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে স্পিকার বলেন, দেশের প্রধান দুই দলের নেত্রী একজন আরেকজনের মুখ দেখেন না। সেখানে আলোচনা হবে কিভাবে। তিনি বলেন, দুপক্ষকেই আলোচনার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সরকার ও বিরোধী দল আন্তরিক হলেই কেবল আলাপ-আলোচনা হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপস্থিত সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, সত্য কথা মুখের উপর বলার অভ্যাস তৈরি করেন। আবার এমপি হতে পারবেন কি পারবেন না সেটা বড় বিষয় নয়। সংসদের এমপি পদ কোন ব্যবসা নয়, তাই আবারও যে এমপি হতে হবে তার কোনও কথা নেই। এমপিদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ভোটের জন্য কাজ করবেন না। জনগণের উন্নয়নের জন্য যা প্রয়োজন তাই করবেন। কোনভাবে বিভ্রান্ত না হয়ে ভালো কাজ করার চেষ্টা করবেন। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে আব্দুল হামিদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নদী খননের কথা বলছেন। আর সরকারি দপ্তর থেকে স্রোতস্বিনী নদীকে লিজ দেয়া হচ্ছে। নীতিমালায় নিষিদ্ধ থাকা হলেও জলমহাল প্রভাবশালীদের লিজ দেয়া হচ্ছে। স্পিকার বলেন, জলবায়ু ফান্ডের টাকা দিয়ে পার্ক হচ্ছে, অথচ জনগণের ঘর ভেসে যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে। এসকল কর্মকাণ্ড সরকারকে বিতর্কিত করছে।

তিনি হাওড় অঞ্চলের সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই দেশের কোন সরকারই হাওড় অঞ্চলের মানুষের কষ্টের কথা চিন্তা করেনি। ১৯৭৩ সালে হাওড় উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয় কিন্তু সেটি কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। একইভাবে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর হাওড় উন্নয়ন বোর্ডকে কাজে লাগাতে চাইলে তা পারেনি। এবারও ক্ষমতা গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ হাওড় উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু একটি মিটিং ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি এই তিন বছরে। ১৯৭০ সাল থেকে এ হাওড় উন্নয়নের জন্য কোন বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়নি উল্লেখ করে বলেন, উন্নয়ন বরাদ্দের সমবণ্টন করে হাওড়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

জলমহাল নীতিমালা যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে করে আমাদের বিপদে ফেলে দেয়া হয়েছে। স্পিকার আব্দুল হামিদ বলেন, মন্ত্রীদের কোন কাজের কথা বললে তারা বলেন, সচিবের সাথে এ বিষয়ে কথা বলবো। এভাবে দেশ চলতে পারে না।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য আব্দুল জব্বার বলেন, হাওড় অঞ্চলের মতো দেশের উপকূলীয় অঞ্চলও এখন ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যের মুখে। নদী মারা যাওয়ার কারণে এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সংসদের ভিতরে-বাইরে দাবি জানানো সত্ত্বেও সরকার কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

আওয়ামী লীগের শফিকুল আজম খান বলেন, স্রোতস্বিনী কপোতাক্ষ নদ ভরাট হয়ে যাওয়ায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে। কপোতাক্ষ দখল হয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিবছরই জলাবদ্ধতা বাড়ছে। এই সমস্যা মোকাবেলায় সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাতীয় পার্টির হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হাওড় অঞ্চলের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে অনেক আগেই সুপারিশ করা হয়েছে। সংসদে দাঁড়িয়ে সুপারিশ বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সুপারিশ বাস্তবায়ন হয় না। তাহলে এই সুপারিশ ও আলোচনা করে লাভ কি?

সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নূর আফরোজ আলী বলেন, পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর সেটা হলে হাওড় এলাকাসহ দেশের সকল নিচু এলাকা তলিয়ে যাবে। তাই এখনই সতর্ক হতে হবে।

সভায় পৃথক তিনটি প্রবন্ধ উত্থাপন করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তফা জব্বার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ কে এম মুসা। সভা পরিচালনা করেন এপিপিজি'র সদস্য সচিব শিশির শীল।

ইমাজ উদ্দিন প্রমানিকের সভাপতিত্বে আলোচনায় আরও অংশ নেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, রওশন জাহান সাথী এমপি, শামসুর রহমান শরীফ এমপি, আতিকুর রহমান আতিক প্রমুখ।

আলোচনা সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর একেএম মুসা।

xxxxxxxx